

ঢাকা ওয়াসা

বিষয়ঃ বিভাগীয় স্থায়ী দাদনের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করণ প্রসংগে।

১. উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সবিনয়ে জানানো যাচ্ছে যে, এস ও সি বিভাগ দিবা/রাত্রি ২৪ ঘন্টা খোলা রেখে জরুরী পানি সরবরাহসহ বিভিন্ন অভিযোগ মোকাবেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ বিভ্রাটকালীন সময়ে ও নতুন নলকূপে বৈদ্যুতিক সংযোগ না হওয়া পর্যন্ত চাহিদা মোতাবেক মোবাইল জেনারেটর স্থাপন করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সামাজিক অনুষ্ঠান সমূহে প্রাস্টিক ট্যাংক, ট্রলি স্থাপন করতঃ পানি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন জোন সমূহে বিদ্যমান গভীর নলকূপে পানি জীবন মুক্ত করণের লক্ষ্যে ক্লোরিনেশন সিস্টেম একক ভাবে অত্র বিভাগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ করা হয়ে থাকে। এ সকল কার্য সম্পাদনে রুটিন ও পরিষদিকাল মেইনটেন্যান্স হিসাবে দৈনন্দিন ব্যয় বিভাগীয় স্থায়ী দাদনের মাধ্যমে বহন করা হয়ে থাকে। কিন্তু অত্র বিভাগের অনুকূলে মাত্র ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা করে মাসিক ২টি স্থায়ী দাদন বরাদ্দ থাকায় আলোচ্য কার্য সম্পাদন করা কোন ভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। গত ডিসেম্বর/১৬ইং মাসে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পর্যায়ক্রমে সকল গভীর নলকূপের ক্লোরিনেশন সিস্টেম চালু করার জন্য এস ও সি বিভাগকে নির্দেশনা দেয়া হয়। কিন্তু অত্র বিভাগের স্থায়ী দাদনের পরিমাণ কম থাকতে টুকি টাকি মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ (পানির গাড়ী, প্রাস্টিক ট্যাংক স্থাপন, ক্লোরিনেশন সিস্টেম ইত্যাদি) সঠিক ভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই, অত্র বিভাগের কাজের পরিধি বিবেচনায় স্থায়ী দাদনের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা অতীব জরুরী। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতির কারনে অনেক যন্ত্রাংশ / মালামালের মূল্য নির্ধারিত ১০০০/- (এক হাজার) টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। কোন কোন ক্ষেত্রে মালামালের দ্রব্য মূল্য ২০০০/- (দুই হাজার) থেকে ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। ফলে প্রায় ক্ষেত্রেই ভাউচার/কাশমেমে সংগ্রহে জটিলতার সৃষ্টি হয়। এমনকি মালামাল দ্রব্যে বিক্রেতার সাথে বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। তাই মালামাল দ্রব্যের ক্ষেত্রে সচ্ছতা আনয়নের জন্য একক ভাউচারে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যিক।

২. এমতাবস্থায় উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে অত্র বিভাগের দৈনন্দিন বিভিন্ন জরুরী কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে অত্র বিভাগের অনুকূলে বরাদ্দকৃত স্থায়ী দাদনের অর্থের পরিমাণ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকার স্থলে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা এবং একক ভাউচারে ১০০০/- (এক হাজার) টাকার স্থলে ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক পাশ করার ক্ষমতা প্রদানের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক সদয় অনুমোদনের নিমিত্তে সবিনয়ে উপস্থাপন করা হল।

০৬/০৩/১৭
মোঃ আশিফুর রহমান মন্ডল
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এস ও সি বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

০৬/০৩/১৭
মোঃ হাদিদ উল্লাহ
সহকারী প্রকৌশলী
এস ও সি বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

০৬/০৩/১৭
মোঃ মাহবুব হাসান
নির্বাহী প্রকৌশলী
এস ও সি বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

১৬-০৩-১৭
ডাক্তার কুমার বিশ্বাস
প্রকৌশলী
এস ও সি বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।